ইচ্ছে পূরণ সাহিত্য পত্রিকা

লেখনী স্মরণিকা ২০২৫

রজনীর
লেখনীতে কলমচাষী

সম্পাদনায়-

ড. পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

ISBN: 978-984-29034-3-4

ড. পার্থ প্রতিম বিশ্বাস
সম্পাদিত

রজনীর লেখনীতে কলমচাষী

লেখনী সাহিত্য পরিষদ

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

উৎসর্গ

বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সকল শহীদদের জন্য
বাংলা ভাষার সাহিত্যিক গুণীজনদের জন্য
আমাদের নিবেদন "রজনীর লেখনীতে কলমচাষী" উৎসর্গ করলাম

স|ম্পা|দ|কী|য়

যে কোনো কিছু পড়ার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ হলো আমরা তা উপভোগ করি বা উপভোগ করার আশা রাখি। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিই সাহিত্যের মূল ভিত্তি গড়ে তোলে। একজন ব্যক্তির বিশ্বকে দেখার, শোনার, বোঝার ও অনুভব করার উপায় হলো সাহিত্য। সাহিত্য অনুশীলনে জড়িত হওয়ার জন্য প্রথম প্রয়োজনীয়তা হলো উপলব্ধি। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লেখকের অবশ্যই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকতে হবে, অর্থাৎ চিন্তার সংবেদনশীলতা। অন্যান্য পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মতো এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সহজাত নয়; এটি আমাদের গড়ে তোলা প্রয়োজন। গানের পরেও গানের রেশ মুছে যায় না। সাহিত্যপাঠেও তেমনটাই ঘটে, শেষ হলেও শেষ হয় না।

একজন বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপকের সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ থাকা অস্বাভাবিক নয়। যদিও বিজ্ঞান এবং সাহিত্য দুটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র। কিন্তু এদের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের সাহিত্য প্রীতি সাধারণত এমন রচনাগুলির প্রতি থাকে যা বিজ্ঞান এবং সমাজের মধ্যকার সীমানা অন্বেষণ করে। যদিও বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের পরিধি আলাদা, তবুও এদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে। সাহিত্য মানব অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং কল্পনার জগতকে প্রকাশ করে, যেখানে বিজ্ঞান বাস্তব তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে প্রাকৃতিক জগৎকে বোঝার চেষ্টা করে। উভয় ক্ষেত্রেই কৌতূহল, সৃজনশীলতা এবং ভাষার ব্যবহার থাকে। একজন সাহিত্যপ্রেমী বলতে পারেন নীল রঙ ভালোবাসার রঙ, শান্তির রঙ। নীল রঙ দেখলে মন ভালো লাগে; এটি সুন্দর, শান্ত ইত্যাদি। একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি বলবেন সূর্য ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করে, যা আলোর রশ্মি রূপে পৃথিবীতে পৌঁছায়। এই রশ্মি গুলি হলো বিদ্যুৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ, যার বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হয়। পৃথিবীর পৃষ্ঠের ২৫-৩৫ কিমি উপরে অবস্থিত ওজোন স্তর ক্ষতিকর রশ্মি (যেমন গামা রশ্মি, এক্স-রে, অতিবেগুনী রশ্মি ইত্যাদি) প্রতিরোধ করে, কিন্তু দৃশ্যমান আলোককে বাধা দেয় না। সাত রঙের বর্ণিল রশ্মি থাকার পরও আকাশ কেন নীল দেখায় ? কারণ ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্য (যেমন নীল ও বেগুনি)

বেশি ছড়ায় এবং আমাদের চোখে পৌঁছায়। কাজেই আকাশের নীল রঙ সুন্দর, শান্ত মনে করার পিছনে কল্পনার পিছনে এটাই বাস্তবতা।

সাহিত্য আমার মনকে যখন দখল করেছে তখন আমার মন ছিল খালি একটি বাক্স, তখন ধীরে ধীরে সেটি একটি ফলপ্রসূ এবং চিন্তার সংগ্রহশালা হয়ে উঠেছে। সাহিত্য আমার শূন্য মনকে একটি প্রাণবন্ত, অনুপ্রেরণাদায়ক মননে রূপান্তরিত করেছে, আমার কৌতূহলকে লালন করেছে এবং জ্ঞানের জন্য আমার আকাঙ্ক্ষাকে জ্বালানি দিয়েছে। এটি আমাকে নতুন ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, আমার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করেছে এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ শব্দ গুলির মাধ্যমে আমার আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছে।ফলস্বরূপ, আমি নিজেকে আরও পড়তে, আবেগের সাথে লিখতে ও অন্তহীন জগতের অন্বেষণ করতে আগ্রহী করেছে।

অনেকের মতে, বিশেষত আজকাল দ্রুত গতির যুগে সাহিত্য সৃষ্টি ও পর্যালোচনা সময়সাপেক্ষ বলে মনে করেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক মঞ্চগুলি নিঃসন্দেহে সাহিত্যের অনেক দিক দ্রুত করতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) সাহায্য নিয়ে সাহিত্য চর্চা প্রায়ই অন্তসারহীন, রোবোটিক, আবেগহীন মনে হয়। সেইজন্য কেউ AI উপন্যাস লিখবে তা ভাবতে পারি না।

সাহিত্যচর্চার কলমে আমাদের লেখনী সাহিত্য পরিষদ ও আরো তিনটি সহযোগী গোষ্ঠী সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছে । তারা সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরছে, মানুষের মধ্যে অনুভূতি জাগ্রত করছে এবং সামাজিক উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়তা করছে।

'কলম চাষী' নামটি আমি ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ করি কারণ এর পিছনে সামান্য বিজ্ঞান আছে। কলম চাষীর সাহিত্য ও কৃষকের মাটি কর্ষণ ও ফসল ফলানোর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সাযুজ্য বিদ্যমান। উভয় ক্ষেত্রেই, সৃজনশীল প্রক্রিয়া এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে একটি নতুন কিছু তৈরি করা হয় ও মানুষের মনের চাহিদা ও খাদ্যের চাহিদা মেটে।

আমাদের এই সাহিত্য গোষ্ঠীগুলির আড়ালে সবসময় এক পরিচালিকা শক্তি

কাজ করছে। তিনি হচ্ছেন আমার ভ্রাতৃসম, অত্যন্ত প্রিয় রজনী কান্তি দাস। হ্যাঁ, "রজনী" শব্দের অর্থ সাধারণত রাত বা রাত্রি হলেও, সে কিন্তু আমাদের সাহিত্য পরিষদের এক আলোকবর্তিকা। রজনী যেন আমাদের প্রভাত। কবিগুরু সৃষ্টি মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে-

"রজনী প্রভাত হল
পাখি, ওঠো জাগি,
আলোকের পথে চলো
অমৃতের লাগি।"

"রজনীর লেখনীতে কলম চাষী" সাহিত্যের সংকলন গ্রন্থের সম্পাদনার ভার আমার উপরে ন্যস্ত হওয়ায় আমি সম্মানিত ও গর্বিত। জানিনা এই দায়িত্ব পালনের আমি উপযুক্ত ব্যক্তি কি না। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই কাজটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাবে, পাঠকদের অনুপ্রাণিত করবে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করবে।

শুভেচ্ছান্তে-
ড. পার্থ প্রতিম বিশ্বাস
সহ সভাপতি
লেখনী সাহিত্য পরিষদ ও
সহযোগী সাহিত্য সংগঠন

শুভেচ্ছাবার্তা

"রজনীর লেখনীতে কলমচাষী" লেখনী সাহিত্য পরিষদ ও সহযোগী সংগঠনের আন্দোলন। ড. পার্থ প্রতিম বিশ্বাসের সম্পাদনায় সুন্দর দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদে পুস্তকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমি ব্যক্তিগতভাবে ও সংগঠনের উপদেষ্টা হিসেবে আনন্দিত ও গর্বিত। "রজনী কান্তি দাস" লেখনী সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ এবং এই প্রকাশনা এক মাইল ফলক।

গুণীজন, কবি, লেখক, প্রকাশক ও সদস্যদের সকলকেই জানাই শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।।

ধন্যবাদান্তে
অমলেশ কুমার ঘোষ
প্রধান উপদেষ্টা

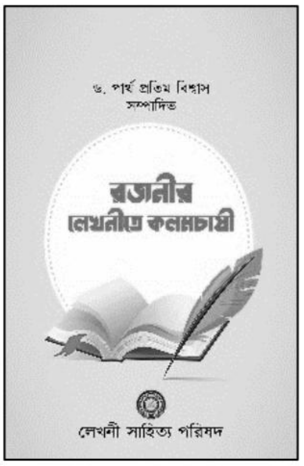

সূ|চি|প|ত্র

নাম	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	নাম
শাফিয়া চৌধুরী	১৮	৩৯	সরোয়ার সরকার
সুমী রহমান	১৯	৪০	সুমন
মৌমিতা হালদার	২২	৪১	সোহাগ বিশ্বাস
পূরবী গুপ্তা	২৩	৪২	মোঃ সেলিম হোসেন
গীতা ভট্টাচার্য্য	২৪	৪৩	হাসান মোর্শেদ লাবু
নূপুর আঢ্য	২৫	৪৪	মোঃ নূরুল ইসলাম রাকিব
মানিক মন্ডল	২৬	৪৫	মামুন মাহমুদ
সুরজিৎ পাল	২৭	৪৬	এস.এম ইউনুছ
শাশ্বতী রায়	২৯	৪৭	ড. রুণা পাল
প্রশান্ত কুমার মণ্ডল	৩০	৪৮	ভবেশ চন্দ্র সরকার
ফয়জুর রহমান	৩১	৪৯	মোঃ খায়রুল আমিন খন্দকার
কনক লতা মন্ডল	৩২	৫০	বিকাশ সাহা
মাহমুদা আক্তার	৩৩	৫২	জাহীদ হোসেন
জিতেন্দ্র চন্দ্র দাস	৩৪	৫৩	রনি হাসান
জিল্লু বিশ্বাস	৩৫	৫৪	মোহাম্মদ মহিউদ্দিন
মোঃ জামাল হোসেন	৩৬	৫৫	নিবেদিতা মুখোপাধ্যায়
কিশোয়ার জাহান পুতুল	৩৭	৫৬	রেশমা বেগম

শামীমা তালুকদার	৫৭	৭৮	রীনা পাত্র হাজরা
প্রদীপ দাম	৫৮	৭৯	বনানী সাহা
উত্তম গোস্বামী	৫৯	৮০	ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ
কামাল হাসান	৬০	৮১	মোঃ মারুফ হোসেন চৌধুরী
মোর্শেদা চৌধুরী এ্যানি	৬১	৮২	ইলা বিশ্বাস
সমাপ্তিকা (মৃদুলা গরাং)	৬২	৮৩	এস এম শেরআলী শেরবাগ
মোঃ ওমর আলী সাগর	৬৩	৮৪	অনন্ত মন্ডল
মানসী বড়াল	৬৪	৮৫	অমলেশ কুমার ঘোষ
অনিরুদ্ধ দত্ত	৬৭	৮৬	গ ম কাউসার আলী
শুভা রায়	৬৯	৮৭	সুপ্তি মল্লিক
বিভা	৭০	৮৮	ড: পার্থ প্রতিম বিশ্বাস
রিপন শিকদার	৭১	৮৯	তপন কুমার সাহা
স্বপন কুমার চৌধুরী	৭২	৯০	অর্চনা মালাকার
ঝরনা দত্ত	৭৩	৯১	নার্গিস সুলতানা
মুহাম্মদ জায়নুল আলম	৭৪	৯২	প্রমিলা দেবী
অরুণ কুমার মহাপাত্র	৭৫	৯৩	এ.কে.মাসুম
মুনমুন চক্রবর্তী সেন	৭৬	৯৪	অরুণিমা চ্যাটার্জী
প্রতিমা চক্রবর্তী	৭৭	৯৫	অনুরাধা দে

জীবন
শাফিয়া চৌধুরী

জীবন নিয়ে সত্যিই অনেক কিছু ভাবার আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে এর ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ বলে জীবনটা সাদাকালো, আবার কেউ বলে এটি রঙিন। কিন্তু, এ রং কি? হয়তো জীবনের রং আমাদের সংগ্রাম আর অভিজ্ঞতার সাথে বদলে যায়। এই রং কখনো হাসির, কখনো কান্নার, কখনো আবার নিঃশব্দ কষ্টের।
জীবন মানে সংগ্রাম। এই সংগ্রাম কখনো বাহ্যিক, আবার কখনো একেবারে নিজের সাথে, নিজের ভেতরের গভীরতায় লুকানো প্রশ্নের সাথে। তাও সে সকলের সাথে হেসে উড়িয়ে দেয়।

কিন্তু হাসির আড়ালে গোপন কষ্ট লুকিয়ে আছে, সেই কষ্ট বুঝতে পারে না অনেকেই....
জীবন কে যতোটা সহজ ভাবা হয়, জীবন আসলে ততোটাও সহজ না। এই জীবন সমুদ্রে পাড়ি দিতে দিতে কতো মানুষ যে হাবুডুবু খাচ্ছে, কত মানুষ যে তলিয়ে যাচ্ছে তা ধারণার বাইরে। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, আনন্দ আছে। পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যার জীবনে দুঃখ নেই। দুঃখ আছে এটা যেমন সত্য আবার এটাও সত্য যে দুঃখটাই সারাজীবন থাকবে না। সবকিছুরই অবসান ঘটে।

জীবনে কোনোটাই চিরস্থায়ী নয়। তাই আমাদের জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে যেটার একান্ত প্রয়োজন সেটা হলো ধৈর্য্য। ধৈর্য্য ছাড়া জীবনে টিকে থাকা অসম্ভব।

আশার প্রদীপ
মুহাম্মদ জায়নুল আলম

স্বপ্নে দেখি দেশটি আমার
রূপটি হবে ঝলমলে,
বিশ্ব সভায় সৃষ্টি আলোর
দৃষ্টি হবে ছলছলে।

আশার প্রদীপ জ্বেলে মোরা
চলব পথ্ মঙ্গলে,
ঊষার আলোর চাইতে বেশি
উষ্ণ হাওয়ায় চঞ্চলে।

থাকবে নাকো, বাধার-বাঁধন
স্বাধীন অন্ত মনোবলে,
চলব পথে সাহস নিয়ে
বাংলার প্রতি অঞ্চলে।

অধীর মনে দেখবে, তামাম
বিশ্ব অবাক দৃষ্টিতে,
বাংলা মায়ের দামাল ছেলের
অবাক করা সৃষ্টিতে।।

অভিমান
মুনমুন চক্রবর্তী সেন

যেতে নাহি দিব তারাদের দেশে
বাঁধিয়া রাখিব প্রেমে,

ম্লান হতে কভু দিব নাহি তোমা
শ্বাস যদি যায় থেমে।

ওগো প্রিয়তম প্রাণসখা মম
অভাগীরে কর ক্ষমা,

যদি অভিমানে অযথা বয়ানে
ব্যাথা দিয়ে থাকি তোমা।

ভাঙে যদি ঘর অভিমানী ঝড়
পুনঃ তা বাঁধিব দুজনে,

তব সৃষ্টি সুধা হে মোর পুরোধা
হারাবো না অভিমানে।

আঁধার আমার প্রিয় মুহূর্ত

তপন কুমার সাহা

স্মৃতিরা আজ দিয়েছে হানা
শোনে না কোনো বারণ,
ঠেলে দেয় সম্মুখ পানে
অজানা তার কারণ।

আমি আছি আমার মতো
নেই কোনো বাধা,
ভেসে বেড়াই হাওয়ার সাথে
নেই হাসি কাঁদা।

স্বপ্ন দেখতে গিয়েছি ভুলে
জেগে থাকি রাতে,
আঁধার আমার প্রিয় মুহূর্ত
সময়ে খেলি সাথে।

ভুলতে চাই যত স্মৃতি
কি হবে মনে রেখে !
পড়তে পেরেছি দুখের কাহিনী
দুচোখ আঁধারে ঢেকে।

তবু স্মৃতিরা ভেসে বেড়ায়
বিরক্ত করে আমায় !
দেখতে চাই না পিছন ফিরে
বিদায় করো আমায়।।

"রজনী কান্তি দাসের স্মৃতির পাতায়
পুরনো দিনের ছবি
নিজের জেটুর সাথে ১৯৮৮ সালের ছবি"

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

Website: www.ichchashakti.com